যুগান্তর

25 AUG 2008

যুগান্তর

জাতীয় প্রেস ক্লাবের বিপরীতে রোববার বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন কর্মসূচি পালনকালে ব্যানার কেড়ে নিচ্ছেন এক পুলিশ কর্মকর্তা

প্রাথমিক শিক্ষকদের মানববন্ধন কমিউনিটি শিক্ষকদের অনশন

যুগান্তর রিপোর্ট

পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রোববার রাজধানীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিলের দাবিতে তারা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ওই কর্মসূচি আয়োজন করেন।

অন্যদিকে জাতীয় স্কেলে বেতন-ভাতার দাবিতে কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকরা আজ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করবেন। তারা সারাদেশের ৩ হাজার ৭৭৮টি বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে এ কর্মসূচি শুরু করবেন। এছাড়া একই স্থানে বেলা ২টায় বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষক সংক্রান্ত পরিপত্র সংশোধনের দাবিতে দুপুরে অনশন ডেকেছেন।

রোববার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেলা ১১টার দিকে কর্মসূচি শুরুর পরপরই পুলিশ তাতে বাধা দেয়। শিক্ষকরা 'ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিল কর, প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে'— এ স্লোগান লিখে পোস্টার এবং দুটি কালো ও একটি রঙিন ব্যানার নিয়ে মানববন্ধনে দাঁড়ালে পুলিশ তা কেড়ে নেয়। বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষকরা কর্মসূচি পালন করতে চাইলে কড়া ভাষায় নিষেধ করা হয়। এ সময় সংগঠনের সভাপতি নুরুল আবছার বলেন, পুলিশ দিয়ে বা অন্য কোনভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন করে শিক্ষকদের পিছু হটানো যাবে না। সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সব শিক্ষক আজ ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।

এর আগে শিশুকল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে সারাদেশ থেকে আসা শিক্ষক প্রতিনিধিদের এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরকার এখন পর্যন্ত প্যাকেজ কর্মসূচি বাতিল না করায় শিক্ষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এতে আগামী ২ নভেম্বর অর্ধদিবস এবং ১৬ নভেম্বর পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। এছাড়া দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্কুলগুলোতে কালো ব্যানার টানানোরও সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় শিক্ষকরা বলেন, গ্রহণযোগ্য উচ্চতর বেতন স্কেল দেয়ার নামে ৮০ ভাগ মোট শিক্ষকের বেতন কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে ২০০৬ সালের ২৯ আগস্ট থেকে ৪-৫ বছরের মধ্যে যারা অবসরে যাবেন, তারা অবসর ভাতায় ৫০ থেকে ৮০ হাজার টাকা করে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তারা এ পদ্ধতির সংশোধন দাবি করেন। এছাড়া শিক্ষকরা অবিলম্বে প্রধান শিক্ষকের পদকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নীত, সহকারী প্রধান শিক্ষকের সৃষ্ট পদ কার্যকর ও পৃথক বেতন, যোগ্যদের ৮০ ভাগ পদোন্নতির কোটা নির্ধারণ, প্রধান শিক্ষকের প্রশাসন সংক্রান্ত অবাস্তব নীতি পরিহার, দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের 'টিচার্স সাপ্লাই পুল' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে প্রশিক্ষণ/চিকিৎসা/মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য দীর্ঘকালীন ছুটিকালে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করার দাবি করেন।

কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক

জাতীয় স্কেলের বেতনের সরকারি অংশের শতভাগ প্রদানসহ পাঁচদফা দাবিতে কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকরা দেশের ৩ হাজার ৭৭৮টি বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করছেন। কর্মসূচি আহ্বানকারী সংগঠন 'বাংলাদেশ কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি' ইতিমধ্যে শিক্ষকদের বিছানা, বালিশ ও পলিথিনসহ কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

বছরের মাঝামাঝিতে এ ধরনের কর্মসূচিতে যাওয়ার কারণে এসব বিদ্যালয়ের ৮ লক্ষাধিক শিশুর শিক্ষাজীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দিল। তবে শিক্ষকদের সমিতির মহাসচিব হাফিজুর রহমান জানান, তারা এ ধরনের কর্মসূচিতে যেতে চাননি। কিন্তু সরকার বারবার সময় নিয়েও দাবি পূরণ করেনি। এ কারণে কঠোর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। কর্মসূচিতে মোট ৯ হাজার ৯৬৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের স্বামী, স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অংশ নেবেন।

শিক্ষকদের অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে— মাসিক ১২৫ টাকা সম্মানী ভাতার পরিবর্তে রেজিস্ট্রি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো জাতীয় বেতন স্কেলের সরকারি ৮০, ৯০ ও ৯৫ ভাগ বেতন প্রদান, প্রধান শিক্ষক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের আলাদা বেতন স্কেল, পূর্ণাঙ্গ হারে ভাতাদি প্রদান, কন্টিনজেন্সি সরকারি বিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রদান এবং কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা-সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলের সুযোগ প্রদান